[২০২১] ৪সিএসআর ১০০

পুনঃ অপরাধমূলক বিচারের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা এবং ঘাটতি সম্পর্কে নিশ্চিতকরণ নির্দেশিকা জারি করা।

বনাম

অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্যরা

(সুও মোটো রিট (সিআরএল) নং (গুলি). ২০১৭ সালের ১)

এপ্রিল ২০,২০২১

[এসএ বোবদে, ভারতের প্রধান বিচারপতি, এল নাগেশ্বর রাও এবং এস. রবীন্দ্র ভাট, বিচারপতিগন।]

ফৌজদারি বিচার: দ্রুত ও ন্যায্য ফৌজদারি বিচারের জন্য খসড়া নিয়ম - ধারা ৩২ এর অধীনে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কার্যধারা বাস্তবায়ন - এই আদালত ফৌজদারি বিচারের সময় ঘটে যাওয়া ত্রুটিগুলি এবং ফৌজদারি কার্যধারায় বিচার আদালত কর্তৃক গৃহীত কিছু অনুশীলনের পাশাপাশি ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তিতে দীর্ঘায়িত কার্যক্রমের দিকে নজর দিয়েছে - এছাড়াও উচ্চ আদালতের অনুশীলন এবং নিয়মে অপ্রতুলতা ছিল এবং একইভাবে একটি অভিন্ন পদ্ধতির আকাঙ্ক্ষা ছিল - এই আদালত কর্তৃক সমস্ত উচ্চ আদালত, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নিবন্ধক জেনারেলদের তাদের প্রতিক্রিয়া দাখিল করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা - রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং উচ্চ আদালত দ্বারা দায়ের করা প্রতিক্রিয়া - এরপর, স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা প্রস্তুত করা খসড়া ফৌজদারি অনুশীলন নিয়ম, ২০২০ এবং বিবেচনার জন্য জমা দেওয়া খসড়া নিয়ম - এই আদালতের - খসড়া নিয়মের প্রতিক্রিয়া দাখিল করার জন্য আবারও উচ্চ আদালতকে আহ্বান জানানো হয়েছে - প্রতিক্রিয়াগুলি পর্যালোচনা করার পরে, এই আদালত আবার কয়েকটি উচ্চ আদালত দ্বারা গৃহীত অনুশীলন সম্পর্কে মতামতের মধ্যে সংরক্ষণ বা ভিন্নতা খুঁজে পেয়েছে - পরবর্তীকালে, এই আদালত খসড়া বিধি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে চূড়ান্ত করা খসড়া বিধিগুলিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনে – এর পরিপ্রেক্ষিতে, সমস্ত হাইকোর্টকে নির্দেশ জারি করা হয়েছে যাতে তারা ফৌজদারি বিচার পরিচালনার নিয়মের অংশ হিসাবে খসড়া ফৌজদারি অনুশীলন বিধি, ২০২১ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেয় এবং নিশ্চিত করে যে বিদ্যমান নিয়ম, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ এবং অনুশীলন নির্দেশাবলী যথাযথভাবে সংশোধন করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জারি করা হয়েছে – রাজ্য সরকারগুলি, সেইসাথে ভারত ইউনিয়ন তাদের পুলিশ এবং অন্যান্য ম্যানুয়ালগুলিতে ফলস্বরূপ সংশোধনীগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদন করবে – বিচারিক বিজ্ঞপ্তি – ভারতের সংবিধান – অনুচ্ছেদ ৩২।

বিপিন শান্তিলাল পাঞ্চাল বনাম গুজরাট রাজ্য (২০০১) ৩ এস. সি. সি ১: [২০০১] ২ এস. সি. আর ২৯-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০০১**]** ২ এস. সি. আর ২৯ উল্লেখ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ১২

মূল এখতিয়ারঃ সুয়ো মোটো রিট **(**সিআরএল**)** নং **(**গুলি**).** ২০১৭ সালের ১।

(সুও মোটু সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে কাজ করছে**)**

কে.এম. নটরাজ, বিক্রমজিৎ ব্যানার্জি, এএসজি, ডিএস পারমার, সৌরভ মিশ্র, এএজি, সিদ্ধার্থ লুথরা, আর. বসন্ত, শ্রীমতী বিভা দত্ত মাখিজা, এস নাগামুথু, আর বালাসুব্রমানিয়ান, আর বালা, ডক্টর মনীশ সিংভি, পিএন রবীন্দ্রন, সৌম্য চক্রবর্তী, পি.এইচ. পারেখ, জ্যেষ্ঠ অ্যাডভার্স, কে. পরমেশ্বর, এম.ভি. মুকুন্দা, এ. কার্তিক, মেহাক জাগ্নি, বিষ্ণু, শ্রীমতী এ. শ্রীগুরুপ্রিয়া, আনন্দ কানন এন., প্রণয় রঞ্জন, আনমোল চন্দন, শচীন শর্মা, শ্রীমতী নীলা গোখলে, বি.ভি. বলরাম দাস, রাজ বাহাদুর যাদব, শচীন পাতিল, রাহুল চিটনিস, আদিত্য এ এন জেডি, পন জো। রাও, গুন্টুর প্রভাকর, অভিমন্যু তেওয়ারি, শ্রীমতী এলিজা বার, সুবোধ এস পাতিল, শ্রীমতী সুপ্রিয়া পাতিল, শেখর রাজ শর্মা, সঞ্জয় কুমার ভিসেন, অমিত গুপ্ত, ভি বালাচন্দ্রন, সিদ্ধার্থ নাইডু, শ্রীমতী আভা আর শর্মা, কেশব মোহন, আর কে অবস্থি, প্রশান্ত কুমার, পীযূষ বৎসা, শ্রীমতি রিতু অরোরা, সন্তোষ কুমার-আই, পি.এস. সুধীর, শ্রীমতী হেমন্তিকা ওয়াহী, এম শোয়েব আলম, সানি চৌধুরী, রভিন্স এফ. ভার্মা, নিশান্ত রমাকান্তরাও কাটনেশ্বরকর, পুখরাম্বম রমেশ কুমার, শ্রীমতি অনুপমা এনজি, করুণ শর্মা, অভিজিৎ মণি ত্রিপাঠি, শৌর্য সহায়, পি.এস. নেগি, শ্রীমতী অরুণা মাথুর, শ্রীমতী অনুরাধা অর্পুথাম, অবনীশ অর্পুথাম, মেসার্স। অর্পুথাম অরুণা এবং কোং, গোপাল ঝা, শ্রেয়শ ভরদ্বাজ, শ্রীমতি শশী জুনেজা, সতীশ পান্ডে, যতিন্দর কুমার ভাটিয়া, আশুতোষ কুমার শর্মা, শ্রীমতি গরিমা প্রসাদ, চঞ্চল কুমার গাঙ্গুলী, যজুর ভাল্লা, দীপক সমোতা, সিদ্ধার্থ শ্রীবাস্তব, শুভম ভাল্লা, মিস কাটিয়া, শ্রীমতী কালিয়া মনীষা আম্বওয়ানি, অম্বোজ কুমার সিনহা, অভিনব মুখার্জি, শ্রীমতী বিহু শর্মা, শ্রীমতী প্রতিষ্টা ভিজ, মুকেশ কে. গিরি, নরেশ কে. শর্মা, শুভদীপ রায়, কবির শঙ্কর বোস, মুকুল কুমার, অশোক মাথুর, কুণাল চ্যাটার্জি, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী ব্যানার্জি, প্রভার শর্মা, শ্রীমতী মৈত্রী ব্যনার্জি, প্রভাশ কে.ভি. জগদীশ্বরন, শ্রীমতী জি. ইন্দিরা, অনিরুদ্ধ পি. মায়ী, সন্দীপ কুমার ঝা, অতুল ঝা, শ্রীমতী কে. এনাতোলি সেমা, অমিত কুমার সিং, শ্রীমতী উত্তরা বাব্বর, মনন বনসাল, টি.জি. নারায়ণন নায়ার, সিবো শঙ্কর মিশ্র, নিরঞ্জন সাহু, ইউ কে মিশ্র, অশোক কুমার সিং, অর্জুন গর্গ, রতি ট্যান্ডন, সিদ্ধেশ কোতওয়াল, দিব্যাংশ তিওয়ারি, সুশ্রী আনা উপাধ্যায়, সুশ্রী মান্য হাসিজা, নির্নিমেশ দুবে, গৌরব অগ্রবাল, এম/এস। কেএসএন এবং কোং, পি.আই. জোস, সঞ্জই কুমার পাঠক, অরবিন্দ কুমার ত্রিপাঠী,

শ্রীমতী শশী পাঠক, শ্রীমতী আস্থা শর্মা, নিখিল গোয়েল, শ্রীমতী নবীন গোয়েল, দুষ্যন্ত সারনা, বিনয় ম্যাথু, অনিল নাগ, আনমোল নাগ, অরুণ সিং, সুরজেন্দু শঙ্কর দাস, শ্রীমতী অ্যানি মিত্তাল, মাহফুজ এ. নাজকি, পোলাঙ্কি গৌথাম, শাইক ভামিত, ভামিত হামদ, রেড হামদ। সিনহা, শ্রে শর্মা, রাঘবেন্দ্র কুমার, আনন্দ কুমার দুবে, নরেন্দ্র কুমার, সাহিল তাগোত্রা, এম যোগেশ কান্না, রাজা রাজেশ্বরন এস., আদিত্য চাড্ডা, শ্রীমতি উমা প্রসুনা বাচু, শ্রীমতি জসপ্রীত গগিয়া, করণবীর গগিয়া, শ্রীমতি শিবাঙ্গী সিংগাত, শরণ ঠাকুর, এম ঠাকুর, মহাশয় ঠাকুর, মহাশয় ঠাকুর। সিং, হিমাংশু শেখর, জামনেশ কুমার, ভি.জি. প্রগাসম, এস. প্রভু রামসুব্রহ্মণ্যন, সুশ্রী রচনা শ্রীবাস্তব, ভি.এন. রঘুপতি, সমীর পারেখ, ক্ষত্রশাল রাজ, শ্রীমতী তানিয়া চৌধুরী, শ্রীমতী প্রত্যুষা প্রিয়দর্শিনী, শ্রীমতী নীতিকা পান্ডে, মেসার্স। পারেখ এবং কোং, শ্রীমতী প্রীতিকা দ্বিবেদী, শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা প্রকাশ, শ্রীমতী বীনা প্রকাশ, জি. প্রকাশ, অভিষেক মানচন্দ, পিএলআর চেম্বার্স এবং কোং-এর জন্য নিখিল পরীক্ষিত, তপেশ কুমার সিং, অ্যাড. উপস্থিত দলগুলোর জন্য।

আদালতের নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করা হয়েছিলঃ আদেশ

১) ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে এই স্বতঃপ্রণোদিত কার্যধারা ফৌজদারি আপিলের শুনানি চলাকালীন শুরু করা হয়েছিল। আদালত সাধারণ, ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করেছে যা ফৌজদারি বিচারের সময় ঘটে এবং ফৌজদারি কার্যধারার পাশাপাশি ফৌজদারি মামলা ও কারণগুলির নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিচার আদালত দ্বারা গৃহীত কিছু অনুশীলন। এগুলি অন্যদের মধ্যে, নথির (বরফ. সাক্ষীদের তালিকা, প্রদর্শনীর তালিকা, বস্তুগত বস্তুর তালিকা) রায়ে উপস্থাপিত এবং প্রদর্শিত হওয়ার পদ্ধতি এবং আঘাতের প্রতিবেদন প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে অভিন্ন অনুশীলনের অভাব, সাক্ষীদের জবানবন্দি, বিবৃতি অনুবাদ, সাক্ষীদের সংখ্যা এবং নামকরণ, বস্তুগত বস্তুর লেবেলিং ইত্যাদি সম্পর্কিত। এগুলি প্রায়শই অসমতা সৃষ্টি করে এবং প্রমাণের প্রশংসা বাধাগ্রস্ত করে, যা বিশেষত আপিল পর্যায়ে কার্যধারা দীর্ঘায়িত করার প্রবণতা রাখে।

২) আদালত লক্ষ্য করেছে যে এই বিশিষ্ট দিকগুলির উপর, নিয়মগুলি নির্দিষ্ট কিছু হাইকোর্ট দ্বারা প্রণয়ন করা হয়েছে বলে মনে হয়, যেখানে অন্যান্য অনেক হাইকোর্ট এই ধরনের নিয়ম তৈরি করেনি। এর ফলে হাইকোর্ট পর্যায়ে এবং শেষ পর্যন্ত এই আদালতের সামনে প্রশংসার উদ্দেশ্যে বিচার আদালতের কার্যধারা এবং নথি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে স্পষ্টতা এবং অভিন্নতার অভাব দেখা দিয়েছে।

৩) ৩০.০৩.২০১৭ তারিখের একটি বিস্তারিত আদেশের মাধ্যমে, এই আদালত বিভিন্ন প্রধান দিকগুলি উল্লেখ করেছে এবং কিছু হাইকোর্টের বিদ্যমান নিয়মগুলি থেকে একটি সংকেত গ্রহণ করে হাইকোর্টের অনুশীলন ও নিয়মে অপ্রতুলতা চিহ্নিত করেছে। প্রায় ১৩ টি বিষয় লক্ষ্য করার পরে, আদালত একটি ইউনিফর্ম, পদ্ধতির আকাঙ্ক্ষিততা অনুভব করেছে- প্রদর্শনের বিবরণ, সাক্ষীদের বিবৃতি নথি করার পদ্ধতি এবং বিবরণ, বস্তুগত বস্তুর লেবেল ইত্যাদি। অতএব, আদালত সমস্ত হাইকোর্টের নিবন্ধক জেনারেল, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য সচিব এবং প্রশাসকদের পাশাপাশি সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এবং জ্যেষ্ঠ স্থায়ী আইনজিবি কে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। পরবর্তী আদেশের মাধ্যমে, আদালত শ্রী আই. ডি. ১-কে নিয়োগ করেছে। জ্যেষ্ঠ অ্যাটর্নি সিদ্ধার্থ লুথরা এবং শ্রী আর বসন্ত, অ্যামিসি কিউরি হিসাবে জ্যেষ্ঠ অ্যাটর্নি। ২০.০২.২০১৮-এ, শ্রী কে পরমেশ্বর, বিজ্ঞ আইনজিবি কেও অ্যামিকাস কিউরি হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল প্রবীণ আইনজিবিদের সহায়তা করার জন্য যাদের আগে অ্যামিসি কিউরি হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। সমস্ত সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পাশাপাশি হাইকোর্টগুলিকে তাদের নিবন্ধক জেনারেলদের মাধ্যমে পরামর্শ সহ তাদের প্রতিক্রিয়া জমা দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল।

৪) ২০১৯ সালের জানুয়ারির মধ্যে ১৫টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ২১টি হাইকোর্ট এই আদালতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। এই প্রতিক্রিয়াগুলির উপর ভিত্তি করে, অ্যামিসি কিউরি একটি পরামর্শপত্র তৈরি করেছিলেন, যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে খসড়া বিধি রয়েছে। খসড়া বিধিগুলি সমস্ত পক্ষের কাছে ১৮.০২.২০১৯ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছিল। অংশীদারদের কাছ থেকে লিখিত প্রতিক্রিয়া আহ্বান করা হয়েছিল এবং এই উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে ৩০.০৩.২০১৯-এ একটি কথোপকথন আহ্বান করা হয়েছিল। কথোপকথনে বিভিন্ন রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং তাদের নিজ নিজ হাইকোর্টের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

৫) কথোপকথনের সময় দেওয়া পরামর্শগুলি বিবেচনা করার পরে, অ্যামিসি কিউরি এই আদালতের বিবেচনার জন্য "ফৌজদারি অনুশীলনের খসড়া বিধি, ২০২০" জমা দিয়েছিলেন। খসড়া বিধি প্রণয়নের সময়, অভিন্নতা নিশ্চিত করার জন্য এবং একই সাথে দেশের বিভিন্ন রাজ্য কর্তৃপক্ষ এবং হাইকোর্টের মধ্যে বিভিন্ন অনুশীলনকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যথাযথ যত্ন নেওয়া হয়েছিল। খসড়া বিধিগুলি কোনওভাবেই ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর পরিপন্থী নয়। অনুশীলন নির্দেশ হিসাবে দেওয়া অনেক পরামর্শ ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর বাধ্যতামূলক বিধানগুলি প্রতিফলিত করে।

৬) ২৭.১০.২০২০ এবং ১৯.০১.২০২১ তারিখের পরবর্তী আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্টগুলিকে আবারও খসড়া ফৌজদারি অনুশীলন বিধি, ২০২০-এর প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই আদেশ অনুসারে, সমস্ত হাইকোর্ট তাদের প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার সারসংক্ষেপ দাখিল করেছে।

৭) শুনানির সময়, এই আদালত লক্ষ্য করেছে যে কয়েকটি দিক ব্যতীত বেশিরভাগ পরামর্শই সম্মত হয়েছে। কিছু হাইকোর্ট, খসড়া বিধিমালা গ্রহণ করার সময় সেগুলি বিশদ এবং পরিপূরক করার চেষ্টা করেছে, যা একটি স্বাগত পদক্ষেপ।

৮) উচ্চ আদালতগুলি সর্বসম্মতিক্রমে রাষ্ট্রপক্ষকে তদন্ত থেকে আলাদা করার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে, (অর্থাৎ খসড়া বিধি, ২০২০-র বিধি ১৮) যাতে বলা হয়েছে যে পাবলিক রাষ্ট্রপক্ষদের থেকে আলাদা আইনজীবীদের একটি পৃথক দলকে তদন্তের সময় পুলিশকে পরামর্শ দিতে হবে। তবে, অনেক উচ্চ আদালত যেমন উল্লেখ করেছে, এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা রাজ্য সরকারগুলিকে সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করতে হবে। একইভাবে, উচ্চ আদালতগুলি একই পদ্ধতিতে শরীর নকশা, স্পট পঞ্চনামা ইত্যাদি নথিভুক্ত করার জন্য স্বাগত জানিয়েছে (খসড়া বিধি ১-৪)। তবে, তারা বলেছে যে এই নিয়মগুলি বাস্তবায়নের দায়িত্ব তদন্ত সংস্থাগুলির উপর রয়েছে।

৯) এই আদালতের অভিমত হল যে, প্রতিক্রিয়াগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, উচ্চ আদালতগুলি নির্দিষ্ট কিছু খসড়া নিয়মে তাদের আপত্তি তুলে ধরেছে। এগুলি নিম্নরূপঃ

(১) জবানবন্দির অনুবাদ [খসড়া বিধি ৬ (i) (ii)] মধ্যপ্রদেশ, কেরালা, তামিলনাড়ু হাইকোর্ট,

(২) অভিযুক্ত/সাক্ষী/বস্তুগত বস্তুর উল্লেখ (খসড়া বিধি ৯)-এলাহাবাদ, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিপুরা, কেরালা, কলকাতা-হাইকোর্টগুলি পরামর্শ দিয়েছে যে সাক্ষী, অভিযুক্তদের নির্ধারিত সংখ্যার পাশাপাশি বিভ্রান্তি এড়াতে নামও ব্যবহার করা যেতে পারে,

(৩) দৈনিক বিচারের প্রয়োজনীয় নিয়ম (নিয়ম ১৯ (i))-মধ্যপ্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা।

১০) এই কার্যধারার শুনানির সময়, আদালত হাইকোর্টের পক্ষ থেকে দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করে, যেখানে গৃহীত হওয়ার অনুশীলন সম্পর্কে মতামতের মধ্যে পার্থক্য ছিল, বা কিছু রিজার্ভেশন ছিল।

১১) বিচারের শুরুতে, অভিযুক্তদের কেবল নথি এবং বিবৃতিগুলির তালিকা দেওয়া হয় যার উপর রাষ্ট্রপক্ষ নির্ভর করে এবং অন্যান্য উপাদান সম্পর্কে অন্ধকারে রাখা হয়, যা পুলিশ বা রাষ্ট্রপক্ষের কাছে থাকতে পারে, যা প্রকৃতপক্ষে ক্ষমার অযোগ্য হতে পারে, বা অভিযুক্তকে খালাস দিতে পারে বা সাহায্য করতে পারে।

এই আদালতের অভিমত হলো, ২০৭/২০৮ ধারার অপরাধ দমন আইনের অধীনে বিবৃতি, নথি এবং বস্তুগত বস্তুর তালিকা প্রদানের সময়, ম্যাজিস্ট্রেটকে নিশ্চিত করতে হবে যে অন্যান্য উপকরণের (যেমন বিবৃতি, বা জব্দ করা বস্তু/নথিপত্র, কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয়) একটি তালিকা অভিযুক্তকে সরবরাহ করা উচিত। এটি নিশ্চিত করার জন্য যে যদি অভিযুক্তের মনে হয় যে এই ধরনের উপকরণ যথাযথ এবং ন্যায়সঙ্গত বিচারের জন্য উপস্থাপন করা প্রয়োজন, তাহলে তিনি ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিচারের সময় তাদের উপস্থাপনের জন্য অপরাধ দমন আইনের ৩ এর অধীনে যথাযথ আদেশ চাইতে পারেন। এটি সেই অনুযায়ী নির্দেশিত: খসড়া নিয়মগুলি সেই অনুযায়ী সংশোধন করা হয়েছে। [বিধি ৪(i)]

১২) মিথ্যাবাদী বন্ধু দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছিল যে সমস্ত বিচারে প্রধানত গৃহীত অনুশীলনটি বিপিন শান্তিলাল পাঞ্চাল বনাম গুজরাট রাজ্যের সাক্ষীদের কাছে রাখা প্রশ্ন সম্পর্কিত আপত্তির বিষয়ে এই আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত হয়। এই আদালত অবিলম্বে আপত্তির সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুশীলনকে "প্রাচীন" বলে অভিহিত করেছিল এবং যা মনে করেছিল তা একটি উপযুক্ত পথ বলে ইঙ্গিত করেছিলঃ

"এটি একটি প্রাচীন রীতি যে, প্রমাণ সংগ্রহের পর্যায়ে, যখনই কোনও উপাদানের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হয়, তখন আদালত সেই আপত্তির উপর আদেশ না দিয়ে আর অগ্রসর হয় না। কিন্তু উপরোক্ত রীতির পরিণতি হল: ধরুন, একটি মামলায় বিচারিক আদালত একটি নির্দিষ্ট আপত্তি বহাল রাখে এবং উপাদানটিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা থেকে বাদ দেয় এবং তারপর বিচারের সাথে এগিয়ে যায় এবং অবশেষে মামলাটি নিষ্পত্তি করে।"

যদি আপিল বা রিভিশনাল আদালত, যখন একই প্রশ্নটি পুনরায় ক্যানভাস করা হয়, তখন এই জাতীয় ক্ষেত্রে সেই উপাদানটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারে তবে আপিল আদালত সেই প্রমাণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে, কারণ এটি বিচার আদালত দ্বারা নথিতে রাখা হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে উচ্চতর আদালতকে সেই প্রমাণটি নথি করার জন্য মামলাটি বিচার আদালতে ফেরত পাঠাতে হতে পারে এবং তারপরে মামলাটি নতুন করে নিষ্পত্তি করতে হতে পারে। কেন আমাদের দ্বারা তৈরি অনুশীলনের কারণে অযথা বিচারটি দীর্ঘায়িত করা উচিত। এই ধরনের অনুশীলনগুলি, যখন দীর্ঘ সময়ের মধ্যে উপলব্ধি করা হয় যে এগুলি বাধা হয়ে দাঁড়ায় যা বিচারের কার্যধারার স্থিতিশীল এবং দ্রুত অগ্রগতিতে বাধা দেয়, তখন আরও ভাল বিকল্পের জন্য পথ দেওয়ার জন্য অবশ্যই পুনর্বিন্যাস বা পুনরায় ছাঁচ তৈরি করতে হবে যা বিচারের কার্যধারা ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করবে।

যখন এইভাবে পুনর্বিবেচনা করা হয়, তখন যে অনুশীলনটি আরও ভাল বিকল্প হতে পারে তা হ 'লঃ যখনই কোনও উপাদান বা মৌখিক প্রমাণের আইত্যাদি েমের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে কোনও আপত্তি উত্থাপন করা হয়, তখন বিচার আদালত এই ধরনের আপত্তির একটি নোট তৈরি করতে পারে এবং আপত্তিকর নথিকে চূড়ান্ত রায়ের শেষ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো আপত্তির সাপেক্ষে মামলার প্রদর্শনী হিসাবে (বা মৌখিক প্রমাণের আপত্তি অংশটি নথি করতে পারে) অস্থায়ীভাবে চিহ্নিত করতে পারে। যদি আদালত চূড়ান্ত পর্যায়ে খুঁজে পায় যে এইভাবে উত্থাপিত আপত্তি টেকসই হয় তবে বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট এই ধরনের প্রমাণকে বিবেচনা থেকে বাদ দিতে পারেন। আমাদের দৃষ্টিতে এই ধরনের কোর্স গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনও অবৈধতা নেই। (তবে, আমরা এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, যদি কোনও নথির স্ট্যাম্প শুল্কের ঘাটতির সঙ্গে আপত্তি সম্পর্কিত হয়, তবে আদালতকে আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে আপত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্যান্য সমস্ত আপত্তির জন্য উপরে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।) উপরের পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হলে দুটি সুবিধা থাকবে। প্রথমটি হল, সাক্ষ্য গ্রহণের পর্যায়ে, এই ধরনের আপত্তি তোলার কারণে বিচার আদালতে সময় নষ্ট হবে না এবং আদালত সাক্ষীদের পরীক্ষা চালিয়ে যেতে পারে। সাক্ষীদের দীর্ঘ সময়, যদি দিন না হয়, অপেক্ষা করতে হবে না। দ্বিতীয়ত, উচ্চতর আদালত যখন একই আপত্তি পুনর্বিবেচনা করে এবং বিচার আদালতের চূড়ান্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বা পুনর্বিবেচনার বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করে, তখন সেই আপত্তি সম্পর্কে বিচার আদালত যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে তার সঠিকতা নির্ধারণ করতে পারে।

আমরা আরও উল্লেখ করতে পারি যে এই পদক্ষেপটি মামলা মোকদ্দমার পক্ষগুলির জন্য কোনও কুসংস্কার সৃষ্টি করবে না এবং তাদের দুর্দশা বা ব্যয়কে যুক্ত করবে না।

১৩) অ্যামিসি যুক্তি দিয়েছিল যে, যে পদ্ধতিতে আদালত আপত্তি নির্বিশেষে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নথি করে, তা দীর্ঘ এবং দীর্ঘ প্রতিপরীক্ষা হতে পরিচালিত করে এবং প্রায়শই, অভিযোগ বা অভিযুক্তের ভূমিকার সাথে কোনও সম্পর্ক না থাকা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য নথিে আনা হয়, যার ফলে প্রায়শই বড় কুসংস্কার ঘটে। এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে বিপিন শান্তিলাল পাঞ্চাল (উপরে)-এ বাধ্যতামূলক অনুশীলনের কারণে, এই জাতীয় উপাদান কেবল নথিে প্রবেশ করে না, এমনকি কুসংস্কারও সৃষ্টি করে, যা আপিল আদালতকে যখন বিষয়টি সিদ্ধান্ত নিতে হয় তখন ব্যাপকভাবে গুণিত হয়। প্রায়শই, যেহেতু বিচারগুলি দীর্ঘায়িত হয়, বিচার আদালতগুলি চূড়ান্ত পর্যায়ে এই আপত্তিগুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় না, কারণ কোনও আইনজীবী যুক্তিগুলি সম্বোধন করেন না। অতএব, এটি জমা দেওয়া হয় যে বিপিন শান্তিলাল পাঞ্চালের (উপরে) নিয়মটির পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন।

১৪) ধারা ১৩২-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার চলাকালীন, প্রতিটি সাক্ষী তাকে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য; তবে, এটি এই সতর্কতার সাপেক্ষে যে, সংবিধানের ২০ (৩) অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে যদি উত্তরগুলি তাকে দোষী সাব্যস্ত করে তবে সে নীরবতা দাবি করার অধিকারী। ফৌজদারি বিচারের সভাপতিত্বকারী প্রতিটি বিচারকের সাক্ষীদের জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নের বৈধতা বা প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কর্তৃত্ব এবং কর্তব্য রয়েছে। এটি ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৮ ধারায় পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপঃ

"১৪৮) কখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে এবং কখন সাক্ষীকে উত্তর দিতে বাধ্য করা হবে তা আদালত নির্ধারণ করবে।-যদি এই জাতীয় কোনও প্রশ্ন মামলা বা কার্যধারার সাথে প্রাসঙ্গিক নয় এমন কোনও বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হয়, তবে যতদূর পর্যন্ত এটি তার চরিত্রকে আঘাত করে সাক্ষীর কৃতিত্বকে প্রভাবিত করে, আদালত সিদ্ধান্ত নেবে যে সাক্ষীকে এর উত্তর দিতে বাধ্য করা হবে কি না এবং যদি সে উপযুক্ত মনে করে তবে সাক্ষীকে সতর্ক করতে পারে যে সে এর উত্তর দিতে বাধ্য নয়।

আদালত তার বিবেচনার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করবেঃ-

(১) এই ধরনের প্রশ্নগুলি যথাযথ যদি সেগুলি এমন প্রকৃতির হয় যে তাদের দ্বারা প্রকাশিত অভিযোগের সত্যতা আদালতের মতামতকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করবে যে বিষয়ে তিনি সাক্ষ্য দেন;

(২) এই জাতীয় প্রশ্নগুলি অনুপযুক্ত যদি তারা যে অভিযোগটি প্রকাশ করে তা সময়ের সাথে এত দূরবর্তী বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত হয়, বা এমন একটি চরিত্রের সাথে সম্পর্কিত হয় যে, অভিযোগের সত্যতা প্রভাবিত করবে না, বা সামান্য পরিমাণে প্রভাবিত করবে, যে বিষয়ে তিনি সাক্ষ্য দেন সে বিষয়ে সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে আদালতের মতামত;

(৩) এই ধরনের প্রশ্নগুলি অনুপযুক্ত যদি সাক্ষী চরিত্রের বিরুদ্ধে করা অভিযোগের গুরুত্ব এবং তার প্রমাণের গুরুত্বের মধ্যে একটি বড় অসামঞ্জস্য থাকে;

(৪) আদালত, যদি উপযুক্ত বলে মনে করে, তবে সাক্ষী উত্তর দিতে অস্বীকার করলে, এই অনুমান করতে পারে যে যদি উত্তর দেওয়া হয় তবে প্রতিকূল হবে "

১৫) ধারা ১৪৮ ছাড়াও, সাক্ষ্য আইনের (ধারা ১৪৯-১৫৪) অন্যান্য বিধান রয়েছে যা প্রতিপরীক্ষা করার জন্য মৌলিক নিয়মগুলি সংজ্ঞায়িত করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময়, কোনও সন্দেহ নেই, প্রতিপরীক্ষা চাওয়া পক্ষের আইনজীবীর যথেষ্ট ছাড় রয়েছে; প্রতিপরীক্ষা ইস্যুতে বিষয়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যে প্রসারিত হয়। যাইহোক, যদি আদালত রায় দেওয়ার ক্ষমতা না পায়, কার্যধারার সময়, প্রশ্নের একটি লাইন প্রাসঙ্গিক কিনা, বিপদ অপ্রাসঙ্গিক, অস্পষ্ট এবং অনুমানমূলক উত্তরগুলিতে নথি প্রবেশ করে। আরও, কী উত্তরের উপর ভিত্তি করে (পরবর্তীকালে অপ্রাসঙ্গিক, অস্পষ্ট বা অন্যথায় অগ্রহণযোগ্য প্রশ্ন হতে পারে) আরও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং উত্তর দেওয়া যেতে পারে। যদি বেশিরভাগ সাক্ষীর ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করা হয়, তবে নথিটি অপ্রাসঙ্গিক বিবরণের ঝাঁকুনির সাথে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে, যা সর্বাধিক বিভ্রান্তিকর হতে পারে এবং সবচেয়ে খারাপভাবে অভিযুক্তের পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। অতএব, এই আদালতের অভিমত যে বিপিন শান্তিলাল পাঞ্চালের দৃষ্টিভঙ্গিকে বাধ্যতামূলক হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতএব, স্থায়ী কর্মকর্তাকে কার্যধারার সময়, বা সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর জবানবন্দির শেষে প্রশ্নগুলির আপত্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এর ফলে নথিটি বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে এবং আরও কী, তুচ্ছ আপত্তি রোধ করার একটি স্বাস্থ্যকর প্রভাবও রয়েছে। প্রদত্ত ক্ষেত্রে, যদি আদালত মনে করে যে বারবার আপত্তি নেওয়া হয়েছে, তবে প্রতিবন্ধকতার প্রকৃতি এবং জিজ্ঞাসাবাদের ধারার প্রবণতার উপর নির্ভর করে খরচের প্রতিকার অবলম্বন করা যেতে পারে। তদনুসারে, বিপিন শান্তিলাল পাঞ্চালে বাধ্যতামূলক অনুশীলন উপরের শর্তাবলীতে পরিবর্তিত হবে।

১৬) রাজ্য এবং হাইকোর্টের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবীরা যুক্তি দেন যে, খসড়া বিধিমালার বিধান, যেখানে বিচার প্রতিদিন পরিচালিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা মেনে চলা সম্ভব নয়।

এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে সাক্ষীদের অনুপলব্ধতার কারণে, বা প্রতিরক্ষা পরামর্শদাতা বা রাষ্ট্রপক্ষের অনুপস্থিতির কারণে আদালতকে প্রায়শই মামলাগুলি স্থগিত বা স্থগিত করতে হয়। বিজ্ঞ বন্ধু জমা দিয়েছিলেন যে অভিযোগ গঠনের পরে বিচার শুরু হওয়ার কারণে, রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষীদের বিচারের তারিখে উপস্থিত থাকতে হবে, সহজ কারণে যে অভিযোগ প্রমাণের জন্য তাদের উপর নির্ভর করা হয়। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে এই আদালতকে নির্দেশ দিতে হবে যে যতদূর সম্ভব, বিচার আদালতকে প্রত্যক্ষদর্শী, অন্যান্য বস্তুগত সাক্ষী, আনুষ্ঠানিক সাক্ষী, বিশেষজ্ঞ সাক্ষী ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাক্ষী জবানবন্দির ক্রম, এবং কিছু নির্দিষ্ট তারিখ বা তারিখও বিবেচনা করতে হবে, যাতে শুনানির প্রতিটি তারিখে কার্যকর জবানবন্দি নথি করা হয়।

১৭) এই আদালতের অভিমত হল যে সমস্ত ফৌজদারি বিচারের আদালতে বিচারের শুরুতে, অর্থাৎ অভিযুক্তদের তলব করার পরে এবং অভিযোগ গঠনের পরে, একটি প্রাথমিক মামলা পরিচালনার শুনানি করা উচিত। এই শুনানিটি অভিযোগ গঠনের অব্যবহিত পরেই হতে পারে। এই শুনানিতে, আদালতকে সাক্ষীদের মোট সংখ্যা বিবেচনা করতে হবে এবং তাদের প্রত্যক্ষদর্শী, বস্তুগত সাক্ষী, আনুষ্ঠানিক সাক্ষী (যাকে নথি ইত্যাদি উপস্থাপন করতে বলা হবে) এবং বিশেষজ্ঞ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করতে হবে। সেই পর্যায়ে, আদালতকে বিবেচনা করতে হবে যে পক্ষগুলি কোনও নথি (বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন সহ, বা অভিযুক্ত দ্বারা উপস্থাপিত যে কোনও নথি, বা তার বা তার দ্বারা নির্ভরযোগ্য) স্বীকার করার মতো অবস্থানে রয়েছে কিনা। যদি তাই হয়, তাহলে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ২৯৪-এর অধীনে স্বীকারোক্তি/অস্বীকারের অনুশীলন করা যেতে পারে, যার জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করা যেতে পারে। সাক্ষীদের নথির সময়সূচী তারপর পরপর তারিখ দিয়ে নির্ধারণ করা উচিত। প্রতিটি তারিখ এইভাবে নির্দিষ্ট করা উচিত, নির্দিষ্ট সংখ্যক সাক্ষীর জন্য নির্ধারিত করা উচিত। তবে, সংশ্লিষ্ট সাক্ষীরা তাদের জবানবন্দি শেষ না হলে পরপর ২-৩ তারিখের জন্য উপস্থিত হতে বাধ্য হতে পারে। এছাড়াও, যদি কোনও সাক্ষী উপস্থিত না হয় বা পরীক্ষা করা না যায়, তবে আদালত এই উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট তারিখ নির্দেশ করবে। সাক্ষীদের জবানবন্দি নথি করার সময়সূচী অনুশীলন সম্পূর্ণ হওয়ার পরে নেওয়া হবে। এই আদালত খসড়া বিধিমালায় যথাযথভাবে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনেছে।

১৮) অ্যামিসি দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছিল যে প্রথম তিনটি খসড়া বিধিমালা সম্পর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে, রাজ্য ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে প্রতিটি রাজ্যের দ্বারা অনুসরণ করা পুলিশ ম্যানুয়াল এবং অন্যান্য সম্পর্কিত নির্দেশাবলীতে প্রয়োজনীয় এবং ফলস্বরূপ সংশোধন করতে হবে। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী আশ্বাস দিয়েছেন খসড়া বিধিগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপগুলি-(১) মেডিকো-আইনী শংসাপত্র, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এবং তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে শরীর নকশা [খসড়া নিয়ম নং ১]; (২) কিছু ক্ষেত্রে ময়নাতদন্তের ছবি এবং ভিডিও গ্রাফ [খসড়া নিয়ম নং ২] এবং (৩) দৃশ্য মহাজার/স্পট পঞ্চনামা [খসড়া নিয়ম নং ৩] যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নেওয়া হবে।

১৯) আদালতের অভিমত হল যে ফৌজদারি অনুশীলনের খসড়া বিধি, ২০২১, (যা বর্তমান আদেশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং এর অংশ হিসাবে পড়া হবে) উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এতদ্বারা চূড়ান্ত করা উচিত। নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী এতদ্বারা জারি করা হয়েছেঃ

(ক) সমস্ত হাইকোর্ট ফৌজদারি বিচার পরিচালনাকারী নিয়মের অংশ হিসাবে উল্লিখিত খসড়া বিধি, ২০২১ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেবে এবং নিশ্চিত করবে যে বিদ্যমান নিয়ম, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ এবং অনুশীলনের নির্দেশাবলী যথাযথভাবে সংশোধন করা হয়েছে এবং আজ থেকে ৬ মাসের মধ্যে (যেখানেই প্রয়োজন সরকারী গেজেটের মাধ্যমে) জারি করা হয়েছে। যদি এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা বিভাগগুলির অনুমোদন এবং উক্ত খসড়া বিধিগুলির আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি ছয় মাসের মধ্যে করা হবে।

(খ) রাজ্য সরকারগুলি, সেইসাথে ভারত সরকার (তার নিয়ন্ত্রণে থাকা তদন্তকারী সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে) আজ থেকে ছয় মাসের মধ্যে তাদের পুলিশ এবং অন্যান্য 'ম্যানুয়াল'-এর ফলস্বরূপ সংশোধনীগুলি কার্যকর করবে। এই নির্দেশটি প্রযোজ্য, বিশেষত খসড়া বিধি ১-৩-এর ক্ষেত্রে। যথাযথ ফর্ম এবং নির্দেশিকা কার্যকর করা হবে, এবং সমস্ত সংস্থাকে সেই অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া হবে, আজ থেকে ছয় মাসের মধ্যে।

২০) আদালত এতদ্বারা তিন বন্ধু শ্রী সিদ্ধার্থ লুথরা, শ্রী আর বসন্ত (প্রবীণ আইনজীবী) এবং শ্রী কে পরমেশ্বর, উকিলের অবদান ও প্রচেষ্টার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে-তারা মূল্যবান ইনপুট এবং অগণিত পরামর্শ দিয়েছিলেন, বিভিন্ন অংশীদারদের দেওয়া সমস্ত পরামর্শ বিবেচনা করে, আদালতে প্রতিবেদন করেছিলেন এবং অত্যন্ত দরকারী জমা দিয়েছিলেন। আদালত শ্রী এ কার্তিক, মিস মেহক জাগগি এবং শ্রী এমভি মুকুন্দ, উকিলের প্রশংসাও লিপিবদ্ধ করে, যিনি অ্যামিসিকে মূল্যবান সহায়তা প্রদান করেছিলেন।

২১) উপরের নির্দেশাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে স্বতঃপ্রণোদিত কার্যধারা নিষ্পত্তি করা হয়।

অনুশীলনের উপর খসড়া ফৌজদারি নিয়ম, ২০২১

অধ্যায় ১, অনুসন্ধান

১) মেডিকেল আইনি শংসাপত্র, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন এবং অনুসন্ধান প্রতিবেদনের সাথে শরীর নকশাঃ

প্রতিটি মেডিকো আইনী শংসাপত্র, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে মানবদেহের বিপরীত দিকে একটি মুদ্রিত বিন্যাস থাকবে এবং যদি কোনও আঘাত থাকে তবে সেগুলি এই ধরনের নকশাে নির্দেশিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ মানবদেহের মুদ্রিত বিন্যাসে মানবদেহের সামনের এবং পিছনের দৃশ্য উভয়ই থাকবে যা পরিশিষ্টে এ-তে দেওয়া হয়েছে।

২) কিছু ক্ষেত্রে মরণোত্তর ঘটনার ছবি এবং ভিডিও গ্রাফ

i) পুলিশি কার্যক্রমে কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হলে [ধারা ৪৬ ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ ("সিআরপিসি") বা ধারা ১২৯ থেকে ১৩১ (আইডি১)] অথবা পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্যু হলে, ম্যাজিস্ট্রেট বা তদন্তকারী কর্মকর্তা, হাসপাতাল বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তারকে মৃত ব্যক্তির ময়নাতদন্তের জন্য ছবি বা ভিডিওগ্রাফির ব্যবস্থা করার জন্য অবহিত করবেন। সমস্ত ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ছবিও নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

ii) এই ধরনের ছবি এবং ভিডিও গ্রাফ হয় একজন পুলিশ আলোকচিত্রকর বা রাজ্য সরকারের মনোনীত আলোকচিত্রকরের ব্যবস্থা করে নেওয়া হবে এবং যেখানে উপরের দুটির কোনওটিই পাওয়া যাবে না, সেখানে একজন স্বাধীন বা ব্যক্তিগত আলোকচিত্রকর নিযুক্ত করা হবে।

iii) এই ধরনের ছবি বা ভিডিও গ্রাফ একটি পঞ্চনামা বা বাজেয়াপ্ত মেমো এবং বিচারের সময় এই ধরনের ছবি/ভিডিও গ্রাফের যথাযথ প্রমাণ নিশ্চিত করার জন্য নেওয়া সমস্ত পদক্ষেপের অধীনে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

iv) তদন্তকারী আধিকারিক নিশ্চিত করবেন যে, বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে তোলা হলে এই ধরনের ছবি ও ভিডিওগ্রাফগুলি পঞ্চনামা বা বাজেয়াপ্তকরণ স্মারকলিপির আওতায় বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং মূলটি সংরক্ষণের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ৬৫খ ধারার অধীনে সেই শংসাপত্রটি নিশ্চিত করা হবেঃ বিচারের সময় প্রাপ্ত এবং প্রমাণিত হওয়ার জন্য নেওয়া হয়েছে।

v) ভিডিও বা ফটোগ্রাফগুলি একটি পৃথক মেমোরি কার্ডে সংরক্ষণ করা হবে, যার সাথে ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ৬৫খ ধারার অধীনে যথাযথভাবে প্রত্যয়িত শংসাপত্র থাকবে।

vi) যেখানে ময়নাতদন্ত বৈদ্যুতিন আকারে নথি করা হয়, সেখানে যথাযথভাবে প্রত্যয়িত ময়নাতদন্তের কার্যধারা সম্বলিত ফাইলটি মেমোরি কার্ডের সাথে সংযুক্তি হিসাবে স্থাপন করা উচিত, যদি না পৃথক পৃথক মেমোরি কার্ড আদালতের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম না হয়।

৩) দৃশ্য মাহাজার/স্পট পঞ্চনামা

i) কোনও ঘটনা ঘটার স্থানের পূর্ব পরিকল্পনা তদন্তকারী আধিকারিকের দ্বারা ঘটনাস্থলের মাহাজার বা স্পট পঞ্চনামায় সংযুক্ত করা হবে।

ii) সাইত্যাদি পরিকল্পনাটি তদন্তকারী কর্মকর্তা হাতে তৈরি করবেন এবং প্রকাশ করবেন।

ক) ঘটনার স্থান,

খ) যেখানে মৃতদেহ (বা মৃতদেহ) পাওয়া গেছে/পাওয়া গেছে,

গ) সেই স্থান যেখানে উপাদান প্রদর্শন করে এবং/অথবা অস্ত্র,

ঘ) রক্তের দাগ এবং/অথবা শরীরের তরল পদার্থ পড়ে গিয়েছিল,

ঙ) যে জায়গায় বুলেটের খোসা পাওয়া গেছে বা প্রভাব ফেলেছে,

চ) আলোর উৎস, যদি থাকে এবং

ছ) সংলগ্ন প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট কাঠামো বা বৈশিষ্ট্য যেমন দেয়াল, গর্ত, বেড়া, গাছ/ঝোপঝাড়, যদি থাকে এবং

জ) কাঠামোর উচ্চতা এবং তাদের অবস্থান।

iii) তদন্তকারী আধিকারিকের দ্বারা এই নকশা প্রস্তুতির পরে পুলিশ খসড়াকার, যদি পাওয়া যায়, বা রাজ্য সরকার কর্তৃক এই জাতীয় অন্যান্য অনুমোদিত বা মনোনীত ড্রাফটম্যান দ্বারা প্রস্তুত একটি স্কেলড সাইত্যাদি পরিকল্পনা অনুসরণ করা হবে, যিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার পরে স্কেলড সাইত্যাদি পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন।

iv) মাহাজার বা পঞ্চনামায় প্রাসঙ্গিক বিবরণগুলি চিহ্নিত করা হবে এবং উক্ত স্থান পরিকল্পনায় পরস্পর সম্পর্কিত হবে।

৪) ধারা ১৭৩, ২০৭ এবং ২০৮ সিআর.পিসি এর অধীনে নথি সরবরাহ

i) প্রতিটি অভিযুক্তকে ১৬১ ও ১৬৪ ধারার অধীনে নথিভুক্ত সাক্ষীর বিবৃতি এবং তদন্তের সময় বাজেয়াপ্ত নথি, বস্তুগত বস্তু এবং প্রদর্শনীর একটি তালিকা সরবরাহ করতে হবে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা বি (এলও) দ্বারা ২০৭ ও ২০৮ ধারা, সিআর পিসি অনুসারে নির্ভর করা হবে।

ii) ব্যাখ্যাঃ বিবৃতি, নথি, বস্তুগত বস্তু এবং প্রদর্শনীর তালিকায় বিবৃতি, নথি, বস্তুগত বস্তু এবং প্রদর্শনী নির্দিষ্ট করা হবে যা তদন্তকারী আধিকারিকের দ্বারা নির্ভর করা হয় না।

<u>প্রথম অধ্যায়ঃ চার্জ</u>

৫) অর্ডার ফ্রেমিং চার্জের সাথে ফর্ম ৩২, তফসিল **II**, সিআর.পি.সি.-তে একটি আনুষ্ঠানিক চার্জ থাকবে যা সভাপতিত্বকারী কর্মকর্তা সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ মনযোগের পরে ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তুত করবেন।

<u>তৃতীয় অধ্যায়: বিচার</u>

৬) প্রমাণের নথিঃ প্রক্রিয়া

i) সাক্ষীদের জবানবন্দি সম্ভব হলে টাইপ করা নকশাে নথি করতে হবে। সভাপতিত্বকারী কর্মকর্তার নির্দেশে আদালতে সাক্ষ্যের নথি কম্পিউটারে প্রস্তুত করা হবে, যদি পাওয়া যায়।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি জবানবন্দির ভাষা ইংরেজি বা রাষ্ট্রীয় ভাষা ব্যতীত অন্য কোনও ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে হয়, তাহলে সভাপতিত্বকারী কর্মকর্তা একই সাথে নিজেই অথবা একজন দক্ষ অনুবাদকের মাধ্যমে জবানবন্দি ইংরেজিতে অনুবাদ করবেন।

ii. জবানবন্দিটি সাক্ষীর ভাষায় এবং ইংরেজিতে নথি করা হবে যখন ৬ **(i)** প্রকরনে প্রদত্ত হিসাবে অনুবাদ করা হবে।

iii) আদালতে সভাপতিত্বকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সাক্ষ্যগুলি ব্যতিক্রম ছাড়াই পড়ে শোনানো হবে। সভাপতিত্বকারী কর্মকর্তা/আদালত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং যথাযথভাবে নথি করা সাক্ষ্যের হার্ড কপি, নথির তারিখে অভিযুক্ত বা অভিযুক্তের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী, সাক্ষী এবং রাষ্ট্রপক্ষকে প্রাপ্তির বিপরীতে বিনামূল্যে উপলব্ধ করা হবে।

iv) প্রতিটি আদালতে একজন অনুবাদক উপলব্ধ করা হবে এবং সভাপতিত্বকারী কর্মকর্তার অনুরোধে সভাপতিত্বকারী কর্মকর্তাদের স্থানীয় ভাষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

v) সভাপতিত্বকারী কর্মকর্তারা একই সময়ে একাধিক মামলায় সাক্ষ্য নথি করবেন না।

৭) প্রমাণের নথি: সাক্ষিদের গঠন

i) প্রতিটি সাক্ষীর জবানবন্দি অনুচ্ছেদ সংখ্যা নির্ধারণ করে পৃথক অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে নথি করা হবে।

ii) রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষীদের ক্রমিকভাবে পিডব্লিউ-১, পিডব্লিউ-২ ইত্যাদি হিসাবে গণনা করা হবে। একইভাবে, প্রতিরক্ষা সাক্ষীদের ক্রমিকভাবে ডিডব্লিউ-১, ডিডব্লিউ-২, ইত্যাদি হিসাবে গণনা করা হবে। আদালত: সাক্ষীদের সিডব্লিউ-১, সিডব্লিউ-২, ইত্যাদি সিরিয়াটিমে হিসাবে গণনা করা হবে।

iii) জমা দেওয়ার নথিতে প্রধান পরীক্ষার তারিখ, ক্রস পরীক্ষা এবং পুনরায় পরীক্ষার তারিখ উল্লেখ থাকবে।

iv) সভাপতিত্বকারী কর্মকর্তারা যেখানেই প্রয়োজন সেখানে প্রশ্ন ও উত্তরের বিন্যাসে ই-জবানবন্দি নথি করবেন।

v) রাষ্ট্রপক্ষ বা ডিফেন্স আইনজিবির আপত্তিগুলি নোট করা হবে এবং প্রমাণের মধ্যে প্রতিফলিত হবে এবং আইন অনুসারে, বা, অভিযুক্ত বিচারকের বিবেচনার ভিত্তিতে, জবানবন্দির শেষে অবিলম্বে প্রশ্নযুক্ত সাক্ষীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

vi) সাক্ষীর নাম এবং সংখ্যা পরবর্তী যে কোনও তারিখে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হবে, যদি প্রমাণটি যে তারিখে শুরু হয় সেই তারিখে শেষ না হয়।

৮) বস্তুগত বস্তু এবং প্রমাণের প্রদর্শনী

i) রাষ্ট্রপক্ষ প্রদর্শনীগুলিকে সিরিয়াটিমে প্রদর্শনী পি-১, পি-২ ইত্যাদি হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। একইভাবে, প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীগুলিকে সিরিয়াটিমে প্রদর্শনী ডি-১, ডি-২, ইত্যাদি হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। আদালতের প্রদর্শনীকে সিরিয়াটিমে প্রদর্শনী সি-১, সি-২, ইত্যাদি হিসাবে চিহ্নিত করা হবে।

ii) যে সাক্ষীর মাধ্যমে 'ক' নথিটি প্রথম প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তাকে সহজেই সনাক্ত করার জন্য, প্রদর্শনী নম্বরটি প্রদর্শনী নম্বরের পরে এই ধরনের সাক্ষীর সাক্ষী নম্বরটি আরও দেখাবে। যদি যথাযথ প্রমাণ ছাড়াই প্রদর্শনী চিহ্নিত করা হয়, তবে এটি বন্ধনীতে (প্রমাণ সাপেক্ষে) দেখিয়ে নির্দেশ করা হবে।

ব্যাখ্যাঃ যদি রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষী নং ১ (পিডব্লিউ) প্রমাণ হিসাবে কোনও নথি উপস্থাপন করে, তবে সেই নথিটি প্রদর্শনী পি-১/পিডব্লিউএল হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। যখন সেই নথিটি চিহ্নিত করা হবে তখন সেই নথির জন্য যথাযথ প্রমাণ না দেওয়া হলে, এটি প্রদর্শনী পি-১/পিডব্লিউআই (প্রমাণ সাপেক্ষে) হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। দ্বিতীয়টি পিডব্লিউ১ দ্বারা প্রবর্তিত নথি হবে প্রদর্শনী পি-২/পিডব্লিউ১।

iii) 'উপাদান বস্তুগুলি সিরিয়াটিমে এমও-১, এমও-২ ইত্যাদি।

৯) অভিযুক্ত, সাক্ষী, প্রদর্শনী এবং বস্তুগত বস্তুর পরবর্তী তথ্যসূত্র

i) অভিযোগ প্রণয়নের পর, অভিযুক্তদের শুধুমাত্র অভিযুক্তদের বিন্যাসে তাদের পদমর্যাদার দ্বারা উল্লেখ করা হবে এবং সাক্ষী দ্বারা সনাক্তকরণের পর্যায় ব্যতীত তাদের নাম বা অন্যান্য প্রসঙ্গ দ্বারা নয়।

ii) অন্যান্য সাক্ষীদের জবানবন্দি নথি করার সময় সাক্ষীদের জবানবন্দি নথি করার পরে, প্রদর্শনী এবং বস্তুগত বস্তু চিহ্নিত করার পরে, সাক্ষী, প্রদর্শনী এবং বস্তুগত বস্তুগুলি তাদের সংখ্যা দ্বারা উল্লেখ করা হবে এবং নাম বা অন্যান্য প্রসঙ্গ দ্বারা নয়।

iii) যেখানে অভিযোগ বা পুলিশ প্রতিবেদনে উদ্ধৃত সাক্ষীকে এফ পরীক্ষা করা হয় না, সেখানে তাদের নাম এবং অভিযোগ বা পুলিশ প্রতিবেদনে তাদের বরাদ্দ নম্বর দ্বারা উল্লেখ করা হবে।

১০) ধারা ১৬১ এবং ১৬৪ সিআরপিসি-র অধীনে বিবৃতিগুলির উল্লেখঃ

i) প্রতিপরীক্ষা চলাকালীন, সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর বিরোধিতা করার জন্য ব্যবহৃত ধারা ১৬১ সিআরপিসি এর অধীনে নথি করা বিবৃতির প্রাসঙ্গিক অংশটি বের করা হবে। যদি উপরোক্ত প্রাসঙ্গিক অংশটি বের করা সম্ভব না হয়, তবে স্থায়ী কর্মকর্তা তার বিবেচনার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করবেন এই ধরনের প্রাসঙ্গিক অংশের খোলার এবং বন্ধ করার শব্দগুলি, স্বতন্ত্র চিহ্নের মাধ্যমে জমা নথি করার সময়।

ii) এই ধরনের ক্ষেত্রে, যেখানে প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃত করা হয় না, কেবলমাত্র অংশগুলিকে স্পষ্টভাবে রাষ্ট্রপক্ষ বা প্রতিরক্ষার প্রমাণ হিসাবে চিহ্নিত করা হবে, যাতে প্রমাণের অন্যান্য অগ্রহণযোগ্য অংশ নথিের অংশ না হয়।

iii) যে ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক অংশটি বের করা হয় না, সেখানে গ্রহণযোগ্য অংশটি মামলা মোকদ্দমা বা প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী হিসাবে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হবে।

iv) ধারা ১৬১-এর অধীনে বিবৃতি নথি করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উপরোক্ত নিয়মটি সিআরপিসি-এর ধারা ১৬৪-এর অধীনে নথি করা বিবৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তিতভাবে প্রযোজ্য হবে, যখনই জীবিত ব্যক্তিদের পূর্ববর্তী বিবৃতির অংশগুলি দ্বন্দ্ব/সমর্থনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

v) ধারা ১৬১ এবং ১৬৪ সি আরপি.সি-এর অধীনে সমগ্র বিবৃতিটির সর্বজনীন চিহ্নিতকরণ করা হবে না।

১১) সম্মেলনীয় বিবৃতিগুলির চিহ্নিতকরণ

স্থায়ী কর্মকর্তারা নিশ্চিত করবেন যে ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ধারা ৮ অথবা ধারা ২৭ এর কেবলমাত্র গ্রহণযোগ্য অংশ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কেবলমাত্র এই অংশটি একটি পৃথক শিটে বের করে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং একটি প্রদর্শনী নম্বর দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ বিচারক

১২) প্রতিটি রায়ে নিম্নলিখিত থাকবে

i) নিয়ম অনুযায়ী দলগুলির নাম দেখানো একটি ভূমিকা দিয়ে শুরু করুন।

ii) নিয়মের ফর্ম বি অনুসারে একটি ট্যাবুলার বিবৃতি।

iii) রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের তালিকা প্রদানকারী একটি পরিশিষ্ট, প্রতিরক্ষা সাক্ষী, আদালতের সাক্ষী, রাষ্ট্রপক্ষ প্রদর্শনী, প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী এবং আদালতের প্রদর্শনী এবং নিয়মের পোষ্য ফর্ম সি হিসাবে উপাদান বস্তু।

১৩) ধারা ৩৫৪ এবং ৩৫৫ সিআরপিসি মেনে চললে, সব ক্ষেত্রেই রায়ে থাকবেঃ

i) নির্ধারণের জন্য বিন্দু বা পয়েন্ট,

ii) তার উপর সিদ্ধান্ত, এবং

iii) সিদ্ধান্তের কারণ

১৪) দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে, রায়টি পৃথকভাবে জড়িত অপরাধ এবং প্রদত্ত সাজা নির্দেশ করবে। যদি একাধিক অভিযুক্ত থাকে, তবে তাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে মোকাবিলা করা হবে। খালাসের ক্ষেত্রে এবং অভিযুক্ত যদি কারাবাসে থাকে, তবে অভিযুক্তকে মুক্তি দেওয়ার জন্য একটি নির্দেশ দেওয়া হবে, যদি না এই ধরনের অভিযুক্ত অন্য কোনও মামলায় হেফাজতে থাকে।

১৫) রায়ে অভিযুক্ত, সাক্ষী, প্রদর্শনী এবং বস্তুগত বস্তুগুলি তাদের নামকরণ বা সংখ্যা দ্বারা উল্লেখ করা হবে এবং কেবল তাদের নাম বা অন্যথায় নয়। যেখানেই অভিযুক্ত বা সাক্ষীদের নাম দ্বারা উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়, নম্বরটি বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশিত হবে।

১৬) রায়টি অনুচ্ছেদে লেখা হবে এবং প্রতিটি অনুচ্ছেদে ধারাবাহিকভাবে সংখ্যা দেওয়া হবে। সভাপতিত্বকারী কর্মকর্তারা, তাদের বিবেচনার ভিত্তিতে, রায়টি বিভিন্ন বিভাগে সংগঠিত করতে পারেন।

পঞ্চমঅধ্যায়ঃবিবি

১৭) বেল

i) জামিন অযোগ্য মামলাগুলিতে জামিনের আবেদনটি সাধারণত প্রথম শুনানির তারিখ থেকে ৩ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। যদি আবেদনটি সেই সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি না হয়, তবে সভাপতিত্বকারী কর্মকর্তা আদেশেই তার কারণগুলি সরবরাহ করবেন। আদেশের অনুলিপি এবং জামিনের আবেদন বা স্ট্যাটাস প্রতিবেদনের জবাব (পুলিশ বা রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা) যদি থাকে তবে অভিযুক্ত এবং অভিযুক্তকে আদেশ ঘোষণার তারিখেই সরবরাহ করা হবে।

ii) সভাপতিত্বকারী কর্মকর্তা তার বিবেচনার ভিত্তিতে একটি উপযুক্ত মামলায় মামলার দায়িত্বে থাকা রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা দায়ের করা একটি বিবৃতির উপর জোর দিতে পারেন।

১৮) রাষ্ট্রপক্ষ এবং তদন্তকারীদের পৃথকীকরণ

রাজ্য সরকারগুলি তদন্তের সময় তদন্তকারী আধিকারিককে পরামর্শ দেওয়ার জন্য পাবলিক রাষ্ট্রপক্ষ ব্যতীত অন্যান্য উকিল নিয়োগ করবে।

১৯) দ্রুত বিচারের জন্য নির্দেশাবলী

i) প্রতিটি তদন্ত বা বিচারে, কার্যধারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অনুষ্ঠিত হবে, এবং বিশেষ করে, যখন সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়ে যাবে, তখন উপস্থিত সকল সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন একই কাজ চালিয়ে যেতে হবে, যদি না আদালত মনে করে যে পরের দিনের পরে মামলা স্থগিত রাখা প্রয়োজন কারণ নথি করা উচিত। (ধারা ৩০৯ (১) ফৌজদারি দণ্ডবিধি)। এই উদ্দেশ্যে, শুরুতে এবং অভিযোগ গঠনের পরপরই, আদালত একটি সময়সূচী শুনানির আয়োজন করবে, যাতে সাক্ষীরা গুরুত্বপূর্ণ কিনা, অথবা প্রত্যক্ষদর্শী কিনা, অথবা আনুষ্ঠানিক সাক্ষী কিনা বা বিশেষজ্ঞ কিনা তা বিবেচনা করে সাক্ষ্য নথি করার জন্য ধারাবাহিক তারিখ নির্ধারণ এবং নির্ধারণ করা যায়। এরপর আদালত ধারাবাহিক তারিখগুলি নির্দেশ করে একটি সময়সূচী তৈরি করবে, কখন সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে; এক তারিখে সাক্ষীর জবানবন্দি এবং পরবর্তী তারিখে অন্যান্য সাক্ষীর জবানবন্দি নথি করার জন্য এটি উন্মুক্ত। আদালত, বিচার শুরুর আগে, পক্ষগুলি ধারা ২৯৪ এর অধীনে কোনও নথি স্বীকার করতে ইচ্ছুক কিনা তা নিশ্চিত করবে এবং তাদের তা করার অনুমতি দেবে, যার পরে বিচারের জন্য ধারাবাহিক তারিখ নির্ধারণ করা হবে।

ii) বিচার শুরু হওয়ার পর, যদি আদালত কোন তদন্ত বা বিচার শুরু করা বা স্থগিত করা প্রয়োজনীয় বা যুক্তিসঙ্গত মনে করে, তাহলে সময়ে সময়ে, লিপিবদ্ধ কারণ দেখিয়ে, যুক্তিসঙ্গত মনে করলে, উপযুক্ত শর্তে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য, মামলা স্থগিত বা স্থগিত করতে পারে। যদি সাক্ষীরা উপস্থিত থাকেন, তাহলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ না করে, লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করার বিশেষ কারণ ব্যতীত, কোনও স্থগিত বা স্থগিতকরণ মঞ্জুর করা হবে না। (ধারা ৩০৯ (২) সিআরপিসি.)।

iii) অন্যান্য সকল কাজের উপর দায়রা মামলাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে এবং দিনের অধিবেশনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অধিবেশনের দিনগুলিতে অন্য কোনও কাজ গ্রহণ করা উচিত নয়। একবার দায়ের হওয়া মামলাটি অনিবার্য না হলে স্থগিত রাখা উচিত নয় এবং একবার বিচার শুরু হয়ে গেলে, আজ থেকে এটি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলতে হবে।

যদি কোনও কারণে মামলা স্থগিত বা স্থগিত রাখতে হয়, তাহলে উভয় পক্ষকে অবিলম্বে অবহিত করতে হবে এবং সাক্ষীদের থামানোর এবং স্থগিত তারিখে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

ফর্মএ

আদালতে..... বর্তমান..... দায়রা বিচারক [রায়ের তারিখ] (এফআইআর/অপরাধ এবং থানার বিবরণ)	
অভিযোগকারী	রাজ্য..... অথবা অভিযোগকারীর নাম
প্রতিনিধিত্ব করা হয়	আইনজীবীর নাম
অভিযুক্ত	১) সকল বিবরণ সহ নাম (এ১) ২) সকল বিবরণ সহ নাম (এ২)
প্রতিনিধিত্ব করা হয়	আইনজীবীদের নাম

ফর্ম বি

অপরাধের তারিখ	
এফআইআরের তারিখ	
চার্জশিটের তারিখ	
চার্জ গঠনের তারিখ	
সাক্ষ্যগ্রহণ শুরুর তারিখ	
রায় সংরক্ষিত থাকার তারিখ	
রায়ের তারিখ	
দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ, যদি থাকে	

অভিজুক্তের বিবরণ

অভিযুক্তের পদমর্যাদা	অভিযুক্তের নাম	গ্রেপ্তারের তারিখ	জামিনে মুক্তির তারিখ	অভিযুক্ত অপরাধ	খালাস হোক বা দোষী সাব্যস্ত হোক	দণ্ড আরোপিত	৪২৮ ধারা, ফৌজদারি দণ্ডবিধির উদ্দেশ্যে বিচারের সময় আটকের সময়কাল

ফর্ম সি

রাষ্ট্রপক্ষ/ প্রতিরক্ষা / আদালতের সাক্ষীদের তালিকা

ক) রাষ্ট্রপক্ষ

গ) আদালতের সাক্ষী, যদি থাকে

ক্রম	**নাম**	**সাক্ষ্যর প্রকৃতি** (চোখে দেখা সাক্ষী, পুলিশ সাক্ষী, বিশেষজ্ঞ সাক্ষী, চিকিৎসা সাক্ষী, পাঁচ সাক্ষী, অন্যান্য সাক্ষী)
সিডব্লিউ১		
সিডব্লিউ২		

রাষ্ট্রপক্ষ/ প্রতিরক্ষা / আদালতের প্রশ্নের তালিকা

ক) রাষ্ট্রপক্ষ

ক্র. সং	প্রদর্শ নম্বর	বিবরণ
১	প্রদর্শ পি১/পিডব্লিউ১	
২	প্রদর্শ পি২/পিডব্লিউ২	

খ) প্রতিরক্ষা

ক্র. সং	প্রদর্শ নম্বর	বিবরণ
১	প্রদর্শ ডি১/ডিডব্লিউ১	
২	প্রদর্শ ডি২/ডিডব্লিউ২	

গ) আদালতের প্রদর্শনী

ক্র. সং	প্রদর্শ নম্বর	বিবরণ
১	প্রদর্শ সি১/সিডব্লিউ১	
২	প্রদর্শ সি২/সিডব্লিউ২	

ঘ) বস্তুগত বস্তু

ক্র. সং	বস্তুগত বস্তু নং	বিবরণ
১	এমও১	
১	এমও২	

নিধি জৈন কার্যধারা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen